বসতবাড়িতে সবজি চাষ

- বন্যার পানি নেমে গেলে বিনাচাষে গিমাকলমি, লালশাক, ডাঁটা, পালং, পুঁই, ধনে, ভুট্টা, সরিষা, মাসকলাই, আলু চাষ করা যায়।
- রোপিত চারার গোড়া থেকে পানি নামার সাথে সাথে চারপাশের মাটি আলগা করে রস কমানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে চারিদিকে নালা কেটে পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আখের জমি বন্যায় প্লাবিত হবার আগে গোড়ার মাটি ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে। পানির স্রোতে আখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে যথাসময়ে জমির আইলে ধইঞ্চা বীজ বুনে দেয়া ভালো।
- পুরাতন পাতা ও প্রতি ঝাড়ে ৫-৬টি সুস্থ কুশি রেখে অতিরিক্ত কুশি কেটে দিতে হবে। পানি নেমে যাবার পর আখ গাছ ঢলে পড়লে গাছের ঝাড় মুঠি করে বেঁধে দিতে হবে।
- পুকুর বা জলাশয়ের পাড় ভেঙে গেলে দ্রুত মেরামত করতে হবে বা ভাঙা অংশে জাল/বানা দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে।
- বন্যার পানির সাথে ভেসে আসা অনাকাঙ্ক্ষিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করলে তা ধরে ফেলতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে গেলে স্থানীয় মৎস্য অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী পুকুরে পরিমাণমত চুন এবং লবণপ্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে বন্যাপরবর্তী সময়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির নানা ধরনের রোগবালাই দেখা দিতে পারে যেমন- গরুর খুরা রোগ, গলাফোলা রোগ, তড়কা, বাদলা, হাঁস-মুরগির রাণীক্ষেত, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর ইত্যাদি এবং পরজীবী বা কৃমির আক্রমণ। তাই বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের সহযোগিতা ও পরামর্শে প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ

সংকলন

রূপালী সাহা

সহকারী তথ্য অফিসার (শস্য উৎপাদন)

ডিজাইন

নুরজাহান আক্তার

মুদ্রণ

কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রণ সংখ্যা : ২০,০০০ কপি/ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বন্যা পরবর্তী সময়ে কৃষক ভাইদের করণীয়

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছরই দেশের কোথাও না কোথাও কমবেশি বন্যা দেখা দেয়। বন্যার কারণে মাঠের বোরো, আউশ, পাট, রোপা আমন বীজতলা, বোনা আমন ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়। প্রতিরোধ-প্রতিকার করা সম্ভব না হলেও কিছু বিশেষ প্রযুক্তি পদ্ধতি অনুসরণ করলে বন্যার ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেয়া যায়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ভাইদের করণীয় কৌশল সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রযুক্তি তুলে ধরা হলো-

বন্যা উপদ্রুত সকল এলাকায় ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪ এবং আলোক সংবেদনশীল স্থানীয় জাত যেমন নাইজারশাইল, রাজাশাইল, কাজলশাইল সেপ্টেম্বর মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত সরাসরি বপন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ করতে হবে।

ড্রাম সিডার পদ্ধতিতে বীজ বপন

- যেসব এলাকায় বীজতলা করার উঁচু জমি নেই সে সমস্ত এলাকায় ভাসমান বা দাপোগ বীজতলা অথবা ট্রেতে চারা তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে।

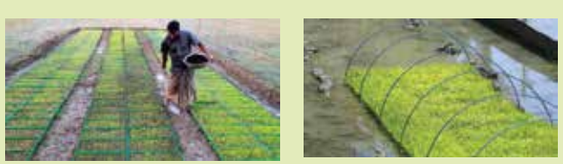

ট্রেতে চারা তৈরি ও দাপোগ বীজতলা

- বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার পর যেসব ক্ষেতের ধানগাছ বেঁচে আছে সেসব গাছের পাতায় কাদা বা পলিমাটি লেগে থাকলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭ দিন পর পরিষ্কার পানি স্প্রে করে পাতা ধুয়ে দিতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৮-১০ দিন পর ধানগাছে নতুন কুশি দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৭-৮ কেজি ইউরিয়া এবং ৫-৬ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এ ছাড়াও গাছের বৃদ্ধি পর্যায় বিবেচনা করে অনুমোদিত মাত্রার ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োজন অনুযায়ী উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত আমন ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩টি কুশি শিকড়সহ তুলে নিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধানক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।
- বন্যামুক্ত বা বন্যা উপদ্রুত এলাকায় যেখানে আমন ধানের বেশি বয়সের চারা (সর্বোচ্চ ৬০ দিন বয়স্ক) পাওয়া যাবে তা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গোছা প্রতি ৪-৫টি চারা ঘন করে ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। উল্লেখ্য, শেষ চাষের সময় প্রয়োজনীয় ডিএপি (বিঘা প্রতি ১০ কেজি) ও এমওপি (বিঘা প্রতি ১৪ কেজি) সার প্রয়োগ করতে হবে এবং রোপণের ৭-১০ দিন পর বিঘা প্রতি ২০-২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ভাসমান পদ্ধতিতে চারা রোপন

- বন্যা পরবর্তীতে ধান গাছে খোলপোড়া এবং পাতাপোড়া রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারসহ খোলপোড়া রোগ দমনে প্রোপিকোনাজল/নেটিভো/ এমিস্টার টপ বিকাল বেলা অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। পাতাপোড়া রোগ দমনে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে ধানক্ষেতে পাতা মোড়ানো এবং বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনাসহ নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ধান, সবজি ও অন্যান্য দন্ডায়মান ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে ফেলতে হবে।
- বন্যা কবলিত জমি থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর নতুন সবজি চাষ করতে হবে।
- বন্যার সময় টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, কাটা ড্রাম, পুরানো টিন, পলিব্যাগ, কলার ভেলা, মাঁচায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মরিচ, বেগুনের চারা উৎপাদন করা যায়।

ডালি পদ্ধতিতে সবজি চাষ